**সচেতনতাই হোক আবহাওয়া ‍দিবসের মূল লক্ষ্য**

রেজাউল করিম সিদ্দিকী

 আব্দুল আজিজ মণ্ডল, পেশায় একজন কৃষক। পেশাগত দিক দিয়ে তিনি বেশ সফল একজন কৃষক। পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ১৬ বিঘা কৃষি জমি তার হাতের স্পর্শে প্রতিবছর সোনার ফসল ফলায়। ১৯৬৬ সালে মেট্রিক পাস করে কোনো চাকুরিতে প্রবেশ না করে তিনি যখন কৃষি কাজ আরম্ভ করলেন তখন অনেকেই তার প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতো। কেউ কেউ আবার মুখের উপর বলেই ফেলত দু-চার কথা। লেখাপড়া শিখে কি মানুষ কৃষক হবার জন্য? অনাদিকাল থেকেই এদেশে এমন একটা সংস্কার চালু আছে যে যারা অশিক্ষিত, পিছিয়ে পড়া ও অনেকটা অকর্মন্য কৃষি কাজ তাদেরই পেশা। অন্যদিকে যারা মেধাবী, কর্মঠ ও উদ্যোগী, তারা লেখাপাড়া শিখে বড়ো অফিসে চাকুরি করবে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে। এক কথায় বলতে গেলে তারা হবে সাহেবী পোশাক পড়া ভদ্রলোক।

 কৃষি কাজের মত ছোট লোকের পেশা তাদের জন্য নয়। আব্দুল আজিজ মেট্রিক পাশ করে সেই ছোট লোকী পেশা বেছে নিয়ে যেন নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছে। নিজের এ হেন অধঃপতন ঘটানোয় তার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীর আফসোসের সীমা ছিল না। আত্মীয়, অনাত্মীয়, কাছের দূরের সকল শুভাকাঙ্ক্ষী তার এ হেন কান্ডে যখন হতাশ, তার অশিক্ষিত বাবা তখন এই হতাশার আবর্তে থেকেও আশার বাণী শোনাতেন। বাবার উৎসাহ নিজের উদ্যম আর জমির উর্বরা শক্তি তাকে সাহস যোগায়। পরপর কয়েক বছর বৈরী আবহাওয়ার কারণে কৃষিতে ফলন ভালো হয়নি। উপরন্তু বর্ষার অতিবর্ষণের ফলে জলাবদ্ধতায় রোপা আমনের ক্ষেত একবার তলিয়ে যায় তিন চারফুট পানির নীচে। সে বছর আর ফসল ঘরে তুলতে পারেননি আজিজ। কিন্তু পরের বার আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সেই আমনের ফলন হয়েছিল প্রায় দ্বিগুন, যাকে বলে বাম্পার ফলন। ধান মাড়াইয়ের উৎসবে পিতার হাসি হাসি মুখ দেখে আব্দুল আজিজের বুকটা স্ফীত হয়ে উঠেছিল গর্বে।

 দেখতে দেখতে দিন গড়িয়েছে অনেক, পরিবর্তনও হয়েছে ঢের। বাবার দেওয়া ১৬ বিঘা কৃষি জমি আজ ৩৫ বিঘা অতিক্রম করেছে। শুধু কি তাই উন্নত জাতের ফসল, কৃষিতে সেচ ব্যবস্থা, কীটনাশক, সার ও উন্নত পদ্ধতি রপ্ত করেছে আজিজ মণ্ডল। আজ ৩৫ বিঘা জমিতে তিনি যে ফসল ফলান, ত্রিশ বছর পূর্বে দেড়শ বিঘা জমিতেও তা সম্ভব ছিল না। কৃষিতে নতুন নতুন জাতের উদ্ভাবন, উচ্চ ফলনশীল জাত সার ও কীটনাশকের প্রয়োগের পাশাপাশি স্থানীয় আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো ফসল চাষে তার সফলতা আকাশ ছুয়েছে।

 এখন সে যেকোনো ফসল চাষ করবার আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে নেয়; বছরের সম্ভাব্য আবহাওয়া কেমন হতে পারে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেন কোন ফসলের চাষাবাদ বেশি করবেন। গত বছর শীতকালে আগাম বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন বলে সরিষার চাষ কমিয়ে দিয়ে তিনি ভূট্টার চাষ বেশি পরিমাণে করেছিলেন। ফলনও হয়েছিলো বেশ ভালো। আবহাওয়া অফিস থেকে তিনি জেনেছেন এবার শীতকালে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম। এ কারণে তিনি সরিষা, আলু এবং পিঁয়াজের চাষ বেশি পরিমাণে করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

 আব্দুল আজিজ মণ্ডলের কৃষি কাজে সফলতার হাতিয়ার আবহাওয়ার পূর্বাভাস, মাটির গুণাগুণ বিচার করে ফসল চাষ, উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, প্রয়োজনীয় সেচ প্রদান ইত্যাদি শুধু কৃষি নয়, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ, জনস্বাস্থ্যের মত জরুরি বিষয়সমূহ অনেকাংশে স্থানীয় আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। স্থানীয় আবহাওয়া মানুষের খাদ্যাভাস, পোশাক পরিচ্ছদ এমনকি সংস্কৃতিরও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে অনেকাংশে। ইউরোপ, আমেরিকার দেশগুলো শীত প্রধান হওয়ায় সেখানকার মানুষ আঁটসাট পোশাকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের আবহাওয়া কিছুটা চরম ভাবাপন্ন বিধায় সে অঞ্চলের মানুষ ঢিলেঢালা ও হালকা রঙের পোশাকে অভ্যস্ত। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চলের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ হওয়ায় এখানকার মানুষের মাঝে মিশ্র ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ দেখা যায়। পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, কৃষি, স্বাস্থ্য এমনকি সভ্যতা ও সংস্কৃতির বেশিরভাগ উপাদান আঞ্চলিক ও স্থানীয় আবহাওয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইদানীং তিনি আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরির্তন সম্পর্কে যা জানতে পারছেন তাতে রীতিমতো চিন্তিত ।

 কোনো স্থানের নির্দিষ্ট বা স্বল্প সময়ের বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, ও গতি ইত্যাদি ঐ স্থানের আবহাওয়ার নির্দেশক। আবার কোনো স্থানের দীর্ঘ সময়ের আবহাওয়ার গত ফলাফলকে বলা হয় সে স্থানের জলবায়ু। গ্রিনহাউজ প্রভাবের ফলে বিশেষ গড় তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ু। এর প্রভাব পড়ছে সমগ্র প্রকৃতিতে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ ও তীব্রতা দুটোই ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর দুই মেরু (উত্তর ও দক্ষিণ) অঞ্চলের জমে থাকা বিশাল পরিমাণ বরফ গলতে শুরু করেছে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক দশকে হয়তো বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মতো পৃথিবীর অনেক নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হবে সমুদ্রের জলে। পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাবে মালদ্বীপের ন্যায় বেশ কয়েকটি দ্বীপ রাষ্ট্র। তখন বিশাল জনগোষ্ঠী বাধ্য হবে নতুন বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে। বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে এ সংকট হবে ভয়াবহ, সে সংকট মোকাবিলায় বিশ্ববাসী কতটা প্রস্তুত এ নিয়ে রয়েছে নানা ধরনের বিতর্ক।

-২-

 আজিজ মণ্ডলের মতো স্বল্প শিক্ষিত লোকের পক্ষে এতসব জানা অনেক কঠিন কাজ। তবুও তিনি বুঝতে চেষ্টা করেন আগাম সমস্যা সম্পর্কে । রেডিও, টিভি, পেপার পত্রিকায় এ ধরনের কোনো প্রতিবেদন বা লেখা পেলে মনযোগ দিয়ে পড়েন, বোঝার চেষ্টা করেন নিজের মতো করে। বৈশ্বিক আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে কার্বন নি:সরণ (কার্বন ডাই অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড হিসাবে) সিএফসি, ওজোন স্তরের ক্ষয়, বৃক্ষ নিধন, অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পায়নের প্রভাব ও বনভূমির বিনাশ উল্লেখযোগ্য। পরিবেশ দূষণ, উষ্ণায়ন রোধ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আমাদের করণীয় সম্পর্কে বিশ্ববাসী আজ সোচ্চার। সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকল্পে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আজ একাট্টা। ইতোমধ্যে পরিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কানাডা সরকার শিল্পায়নে কার্বন কর নামে নতুন শুল্ক আরোপ করেছে। এ খাতে যে রাজস্ব আয় হবে তা ব্যয় করা হবে পরিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রমে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা ও প্রনোদনা প্রদানে। গত (২-১৮) ডিসেম্বর ২০১৯ Intergovernmental Pannel on Climate Change এর আয়োজনে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিতে অনুষ্ঠিত হয় Climate Change Conference (CoP25)। ইতিহাসের দীর্ঘতম এ আবহাওয়া সম্মেলনে UNFCCC এর সদস্যদেশসমূহ বিশ্বে কার্বন নিঃসরন কমানোর প্রশ্নে একটি সমঝোতা চুক্তিতে পৌছেছে। এ বছর গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী প্রধান সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ নতুন করে জলবায়ু প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

 COP25 সম্মেলনে ২০০টি দেশের প্রতিনিধি গ্রিনহাউস গ্যাস কমানো ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভুক্তভোগী দেশগুলোকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে ঘোষণাপত্র পাশ করেন। আবহাওয়া সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (World Metereological Organization) ১৯৫১ সাল থেকে ২৩ মার্চকে বিশ্ব আবহাওয়া দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। এ বছরও বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৯১টি সদস্য রাষ্ট্র বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে Climate and Water বাংলায় যার অর্থ করা হয়েছে জলবায়ু এবং পানি।

 সময়মতো আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস প্রদান আবহাওয়া সংক্রান্ত দুর্যোগ মোকাবিলা ও হ্রাস, জনজীবন ও সম্পদ সুরক্ষা, জলবায়ু ও সম্পদের যৌক্তিক ব্যবহারের জন্য আবহাওয়া সার্ভিস সংক্রান্ত কার্যক্রম শক্তিশালী করতে ২০১৮ সালের ৮ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয় আবহাওয়া আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৮ নং আইন)।

 এ আইনের ৪নং ধারা মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। উল্লেখ্য যে আবহাওয়া আইন, ২০১৮ এ আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় আবহাওয়া গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। উক্ত আইনে আরও বলা হয় যে আবহাওয়া অধিদপ্তরে অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জলবায়ু সংক্রান্ত কোনো সতর্কবার্তা দিতে পারবে না। ফলে এ সংক্রান্ত গুজব বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়ানোর সুযোগ পাবে না কোনো স্বার্থান্বেষী মহল।

 মাত্রাতিরিক্ত বায়ু দূষণের শহর ঢাকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও নির্মল বায়ূ নিশ্চিতকরণে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন Clean Air and Sustainable Environment শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যার অর্থায়ন করেছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। সারাদেশে এরকম হাজারো প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মল পরিবেশ নিশ্চিতে ভূমিকা রাখছে সরকার। সহনশীল আবহাওয়া ও জলবায়ু নিশ্চিত করা এবং পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যেও কাজ করে যাচ্ছে সরকার। সরকারের এতশত প্রচেষ্টা সত্বেও জনসাধারণ সচেতন না হলে সফলতা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাবে না। এ ব্যাপারে তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি। আন্তর্জাতিক আবহাওয়া দিবস উদযাপন এ ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টির বড়ো মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে সকলের প্রত্যাশা।

#

২২.০৩.২০২০ পিআইডি ফিচার